জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পরিষদের বিভিন্ন আয়োজন

১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পরিষদ উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের হলরুমে এ আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মীর আলিফ রেজা,সহকারী প্রকৌশলী মজিবুর রহমান, জেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শামীম আরা হীরা, জেলা পরিষদ প্রশাসকের উচ্চমান সহকারী শাহীন ইকবাল, জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলী,মোঃ মুনছুর আলী,মোঃ আইয়ুব আলী,মোঃ তোফাজ্জেল হক,মোঃ তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, মোঃ মজিরুল ইসলাম,মোঃ শওকত আলী প্রমুখ।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে মাদক সেবকের ২ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় মাদক সেবনের অভিযোগে সাগর খাঁন নামের এক ব্যক্তিকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা

নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) বেলা ২ টার দিকে বামনপাড়া মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ কারাদন্ড দেন তিনি।

দন্ডিত সারগর খাঁন সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার জহির খানের ছেলে।

এর আগে সকালের দিকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনের সময় সাগর খাঁনকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করেন।

সাগর খাঁন মাদক সেবনের দোষ স্বীকার করায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(খ) ধারায় তাকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে

রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের এক মাসের কারাদন্ড

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে আলামিন হোসেন ওরফে (২০) কে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে আদালত পরিচালনা করেন গাংনী

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

দন্ডিত আলামিন হোসেন গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছি ডিগ্রী কলেজপড়া এলাকার সিনারিল ইসলামের ছেলে।

এর আগে গাংনী থানার এসআই আতিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনকালিন সময় তাকে আটক করেন পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম বলেন, ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনে ৩৬ (১) এর ন্বারণী এর ২১ ধারা, মোতাবেক আলামিন ১ মাসের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দন্ডিত জনিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ শুকুর আলীর নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেফতার বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত।

পরে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ আদেশ প্রদান করেন।

দণ্ডিত শুকুর আলী মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়ার মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে।

আজ শনিবার (১৩ আগস্ট) মেহেরপুরের বড় বাজার হতে একজন মাংস ব্যবসায়ীকে পঁচা মাংসসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নিরাপদ খাদ্য আইনে মামলা করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বড় বাজারে শুকুর আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ী পঁচা গরুর মাংস বিক্রি করছেন জানতে পেরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় সেখান থেকে ৫কেজি পঁচা মাংসসহ তাকে গ্রেফতার করে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ স্যারের আদালতে হাজির করা হলে তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

গাংনীর ছেলে সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

জুম্মার নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় দ্রুত গতির মাইক্রোবাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন সৌদি প্রবাসী গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া গ্রামের আবুল কালাম আজাদ (৪০)।

আবুল কালাম আজাদ বেতবাড়ীয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকার মোঃ আলেক হোসেনের ছেলে।

নিহতের ছোট ভাই রিপন ওরফে রিপোর্ট বলেন, শুক্রবার (১২ আগষ্ট) আবুল কালাম আজাদ (৪০) জুম্মা নামাজ পড়ার জন্য স্থানীয় একটি মসজিদে যাচ্ছিলেন।

রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী প্রাইভেট তাকে দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। তার লাশ বর্তমানে সৌদি হাসপাতালে হিম ঘরে রাখা আছে।

তিনি আরো জানান, সৌদিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসকে জানানো হয়েছে। সৌদি আইন অনুযায়ী লাশ দেশে পাঠানো হবে বলে আমাদের জানিয়েছেন দূতাবাস।

আজাদ এক সপ্তাহ হলো সহড়াতলা গ্রামের আকবার হোসেনের মেয়ের সাথে মোবাইলের মাধ্যমে বিবাহ করেছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সাইদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আবুল কালাম আযাদের মৃত্যুতে তার পরিবারে চলছে শোকের মাতম।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশ

জ্বালানী তেল, সারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি,পরিবহন খাতে ভাড়া বৃদ্ধি, বিদ্যূতের লোডশেডিং ও সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং ভোলায় হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশটির সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন,জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জুলফিকার আলী ভুট্ট, সহ সংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরিজুললা বাবলু মাস্টার, মাহবুবুর রহমান মাহবুব, আব্দুল আউয়াল, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান রিপন প্রমুখ।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল মিন্টু, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম,গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও এ সময় মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতারক কামরুজ্জামানের থেকে জমি ফেরত পেলেন দুই প্রতিবেশী, একজন অপেক্ষায়

সেই প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফেরৎ পেলেন দুই প্রতিবেশী। অধিক তদন্তের জন্য অপর একজনকে অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। আগামী ২১ আগস্ট তার শুনানী হবে।

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় তিনি মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

তবে বানুয়ারা খাতুন ও আব্দুল মান্নানের জন্য আগামী ২১ আগস্ট পরবর্তী শূনানীর দিন ধার্য করেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্ধোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা বন্দোবস্ত কেস নং◌ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তুু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম

জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস ১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বাবা মীর লুৎফুর রহমান পরবর্তী ২০০৫ সালে সরকার সে বন্দোবস্ত বাতিল করে দেন।

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫ সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩ /১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং: বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।

মীর কামরুজ্জামান লেনিন

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি

সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। এর মধ্যেই ভুক্তভোগীরা মীর কামরুজ্জামানের কাছে থেকে কিছু জমি ফেরত পেলেন।

পড়ুন কামরুজ্জামানের প্রতারণার সেই সংবাদ মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

আরও পড়ুন মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ : মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)

মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিসের নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব!

মেহেরপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস। যে অফিসের নিরাপত্তাকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে উপ-সহকারী পরিচালক সকলে ঘুষ ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না। নতুন পাসপোর্ট কিংবা নবায়ন, সকল পাসপোর্ট আবেদনকারীর থেকেই নেওয়া হয় ঘুষ। আর সব কিছুর মূল নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো: বিপ্লব হোসেন। দীর্ঘ ৯ বছর মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিস কর্মরত থাকায় সে মুকুটহীন বসে পরিণত হয়েছেন।

উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় বিপ্লব হোসেন এ কাজগুলো করে থাকেন। এমনটিই বলেছেন পাসপোর্ট করতে আসা কয়েকজন সেবা গ্রহীতা।

গতকাল বুধবার ১০ (আগষ্ট) মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে

মেহেরপুরে প্রতিদিনের একটি টিম দুই ঘন্টার অনুসন্ধানে এসব তথ্য উঠে এসেছে। তবে, উপ-সহ পরিচালক জাকির হোসেন সাংবাদিকদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই এডিসি’র মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বলেন আমাকে এখনি এডিসির সাথে দেখা করতে যেতে বলছেন বলে তিনি অফিস থেকে চলে যান।

মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সূত্র জানায়, গত জুলাই মাসে ১৬১৮ টি ও চলতি আগষ্ট মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ৮৪৭ টি পাসপোর্ট আবেদন করেছে। এসব আবেদনরে মধ্যে ৩০ শতাংশই পুরানো পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন। সে হিসেবে ধারণা করা যায় প্রতি মাসে কোটি টাকার উপরে এখানে গ্রাহকদের কাছে ঘুষ নিয়ে ভাগবাটোয়ারা করা হয়।

সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের দুলু হোসেনে বলেন, আমার ছেলের পাসপোর্ট করতে দিয়েছি। সকালের দিকে বিপ্লব স্যারের কাছে আবেদন জমা দিয়েছি। আবারো কয়েকদিন পর আসতে হবে। তাই বিপ্লব স্যারের সাথে দেড় হাজার টাকায় চুক্তি হয়েছে। আজকেই ফিঙ্গার করে দেবে।

একই কথা জানালেন, আমঝুপি গ্রামের সোহান। তিনি বলেন, সকালের দিকে বিপ্লব স্যারকে যারা একটু টাকা বেশী দিয়েছেন তাদের সকাল সকাল ফিঙ্গার প্রিন্ট করে দিয়েছেন। আমি প্রথমে দিতে চাইনি। পরে এখানকার একজন দালাল বললেন বিপ্লব স্যারের সাথে চুক্তি না করলে ঘুরে ঘুরেও ফিঙ্গার প্রিন্ট হবেনা।

এদিকে আরেক ভুক্তভোগী গাংনী উপজেলার জিয়া। তিনি বলেন, সকালে আবেদন জমা দিতে এসেই অফিসের গেটের আনসার সদস্য বলেন, এক হাজার টাকা দিয়ে আবেদন জমা দিতে হবে। না হলে জীবনেও আপনি পাসপোর্ট পাবেন না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব হোসেনের ইশারা ছাড়া নড়ে না পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের আবেদনপত্রের ফাইল। বিপ্লব হোসনের “ওকে” থাকলেই আবেদন ফাইল উপ-সহপরিচালক জাকির হোসেন দ্রুত গতিতে স্বাক্ষর করেন। আর এজন্য প্রতি আবেদন ফাইলে নেওয়া হয় দেড় হাজার ১০ হাজার টাকা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এমন অভিযোগ পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের। তারা বলেছেন, নতুন আবেদনকারীর কাছ থেকে দেড় হাজার থেকে শুরু করে ৪/৫ হাজার টাকা নেন। পুরানো পাসপোর্ট নবায়ন করতে এলে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ও নাম ও বয়স সংশোধনী করতে এলে তাদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ৮০ হাজ্রা টাকা অতিরিক্ত নিয়ে থাকেন বিপ্লব হোসেন।

তবে পরিচ্ছন্নকর্মী বিপ্লব হোসেন বলেছেন, এই টাকার ভাগ আমার একার নয়। ঢাকা অফিস পর্যন্ত দিতে হয় আমাকে। পরিচ্ছন্ন কর্মী বিপ্লব হোসেনের মাধ্যমে এভাবেই প্রতিদিন শত শত পাসপোর্ট আবেদন থেকে নেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসটি এখন ঘুষ ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

পাসপোর্ট করতে আসা কয়েকজন আবেদনকারী জানান, যেসব আবেদনপত্রের ফাইলে বিপ্লব হোসেনের কোনো “ওকে” থাকে না সেসব ফাইল বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ফেরত দেওয়া হয়। অন্যদিকে সব নিয়ম মেনে পাসপোর্ট আবেদন করেপাসপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ অতিবাহিত হলেও পাসপোর্ট আবেদনকারীরা মাসের পর মাস ঘুরেওতাদের পাসপোর্ট পায়নি বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এমনি এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সদর উপজেলার ময়মারিগ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে মিয়ারুল ইসলাম। তিনি জানান, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পাসপোর্ট নবায়ন করতে দিয়েছি। প্রায় চার মাস আমাকে ঘুরাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমি ইজিবাইক চালক। মালয়েশিয়া কলিং খোলায় আমি পাসপোর্ট করতে আসি। এই অফিসে এসেই অফিসারের রুমে গেলে তিনি বিপ্লব স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। আমি বিপ্লব স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে সে আমার আবেদনপত্রটি জমা করে নেন। কয়েকদিন পর খোঁজ নিলে সে বলে এটি ঠিক করতে ৪০ হাজার টাকা লাগবে। আপনার আবেদনে অনেক সমস্যা আছে। আমি তাকে টাকা দিতে চাইনি। সে আমাকে এত পরিমান ঘুরিয়েছে। এই অফিসে ঘুরতে ঘুরতে আমার পায়ের স্যান্ডেল ও জামা ছিড়েগেছে। কিন্তু আমাকে পাসপোর্টের কোনো তথ্য বিপ্লব স্যার এখনো দেইনি। এসময় মিয়ারুলকে বারবার থামানোর চেষ্টা করছিলেন উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন।

আরেক ভূক্তভোগী গাংনী উপজেলার শিশিরপাড়া গ্রামের মোস্তাক হোসেন। তার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা দাবী করে না পেয়ে তাকে শুধু ঘুরিয়েছেতা নয়। অবশেষে বলেছে বিপ্লব হোসেন বলেছেন, আমি পাসপোর্ট করে না দিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও করে দিতে পারবেনা। চলতি বছরের ১১ এপ্রিল নাম ও জন্ম তারিখ সংশোধনী দিয়ে পাসপোর্ট নবায়ন করতে দেন মোস্তাক হোসেন।

মোস্তাক হোসেন বলেন, ওই সময় একটি দেশ থেকে আমার একটি ভিসা এসেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম আমার ভিসা হয়ে গেছে। একটু জরুরী ভিত্তিত্বে করতে হলে কি করতে হবে, যদি পরামর্শ দিতেন। বিপ্লব আমার কাছে জানতে চান ভিসা লাগাতে কত দিয়েছেন। আমি সরলভাবে উত্তর

দিয়েছিলাম, দেড় লাখ। একথা শুনে বিপ্লব স্যার আমাকে বলেন ওখানে দেড় লাখ টাকা দিয়েছেন। এই অফিসে ৮০ হাজার টাকা দিতে হবে। তার সেই দাবী পুরণ না করাই প্রায় ৪ মাস আমাকে ঘুরাচ্ছে বিপ্লব। আমি মেহেরপুর পুলিশ সুপারকে ও সাংবাদিক সম্মেলন করবো বলে জানালে সে ফোনে আমাকে সরাসরি হুমকীও দেই।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, বিপ্লব হোসেন পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে এই পাসপোর্ট অফিসে ২৮/০৫/২০১৩ সালে যোগদান করেন। সে সর্বসাকুল্যে ১৬ হাজার টাকা বেতনে চাকুরী করলেও শহরের অভিজাত ভবনে ভাড়া নিয়ে বসবাস করে থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ একই অফিসে চাকুরীর সুবাদে পুরো অফিসকেই জিম্মি করে ফেলেছেন তিনি। পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন ৪-৫ টি কম্পিউটার দোকান গড়ে উঠেছে এখানে। এসব কম্পিউটার দোকানকে কেন্দ্র করেও স্থানীয় দালাল ও কম্পিউটার মালিকদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলা হয়েছে। আর এই দালাল সিন্ডিকেটদের সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গোপন আঁতাত রয়েছে। দালাল সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সুকৌশলে আদায় করা হয় ঘুষ বাণিজ্যের টাকা। জেলা থেকে প্রতিদিন গড়ে একশ পাসপোর্ট আবেদন জমা হয় পাসপোর্ট অফিসে। এ আবেদনগুলি কম্পিউটারের দোকান থেকে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। আবেদনের সময় দোকান মালিক ও দালালরা

আবেদনকারীদের কাছ থেকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন। পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীরা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের সঙ্গে খারাপ আচরণসহ নানাভাবে হয়রানি করারও অভিযোগ করেন তারা।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী নারগিছ খাতুনও ছিলেন পাসপোর্ট অফিসে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গ্রাহকদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এ অফিসে। পাসপোর্ট অফিস থেকে বিভিন্ন ভুল ধরে সংশোধন করতে এফিডেভিডের জন্যও পাঠানো হয়।

এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব ভুল করেছে। এবারের মত মাফ করে দেন এবং সংবাদ প্রকাশ করেন না বলে অনুরোধ করে বলেন আমি তার বদলির ব্যবস্থা করছি।

মেহেরপুরে তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির আত্মসর্ম্পণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি ধলা গ্রামের তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আছির উদ্দীন
(৪২) আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আছির উদ্দীন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মৃতু হোচেন আলীর ছেলে।

চাঞ্চল্যকর তিন ভাই হত্যা মামলাটি ২০১৬ সালের ১৯ মে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেএম মুসা এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

এই মামলার ১ নং এজাহার নামীয় আসামি দুখু বাহিনীর প্রধান দুখুকে মৃত্যুদন্ড, আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এছাড়া আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় তিনজনই পলাতক ছিল। পরে আছির উদ্দীন গোপনে মালেশিয়া পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, চাঁদার দাবী করে না পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ আগষ্ট রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোসলেম আলীর ছেলে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালিন সদস্য (মেম্বর) ইন্দাদুল হক, বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম রুহুল আমিন ওরফে উলামিনকে মধ্যরাতে ঘর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে উঠানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। বাহিনী প্রধান দুখুর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৪০ জন দূর্বত্ত

এই নৃশংস হত্যাকান্ডে অংশ নেয় বলে এলাকাবাসি জানান।

এঘটনার পরদিন নিহত জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী রেনুকা খাতুন বাদি হয়ে দুখু বাহিনী প্রধান মিনহাজ উদ্দিন দুখু, তোজাম্মেল, আছিম উদ্দিন, আব্দুল মালেক নাহারুল ইসলাম, আজিজুল হক, সাবদার আলী, কাবুল ইসলামসহ ৩২ জনকে এজাহার নামীয় আসামি ও ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/০৯/২০০৮। জিআর মামলা নং ৩৬২/২০০৮, সেশন মামলা নং ৭৮/২০১০, ধারা ৩০২/৩৪ পেনাল কোড।

গাংনী থানার এস আই মোরাদ আলী ও শফিকুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
মামলায় ৪০ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন